সহীহ হাদীসের আলোকে

নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ

মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রধান মুফতী, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া

আল্লামা বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে
নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা:
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.

রচনায়:
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫ রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৮১২-৫১৯৫৮৯, ০১৯১৭-০৭২৯৩৫

সর্বস্বত্ব:
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক:
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকাল: দ্বিতীয় সংস্করণ
২৬ আগষ্ট ২০১৫ ঈসায়ী, ১০ জ্বিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরী

কম্পিউটার: অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্য: ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadiser AlokeNamaje Navir Nice Hat Bada Sunnat
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Asistent Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 30/- Tk Only

www.almodina.com

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা. এর অভিমত	৪
২	হাফেয মুফতী অহিদুর রহমান দা.বা. এর অভিমত	৫
৩	লেখকের কথা	৬
৪	নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত	৯
৫	নামাযে ডান হাত বাম হাতের কোন জায়গায় রাখবে?	১০
৬	হাত কোথায় বাঁধবে?	১২
৭	আহলে হাদীস বন্ধুগণের পেশকৃত প্রথম দলিল	১২
৮	তাদের পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীস	১৬
৯	তাদের পেশকৃত তৃতীয় হাদীস	১৮
১০	দ্বিতীয় হলো নাভির উপর হাত বাঁধা সম্পর্কীয় হাদীস	১৮
১১	তৃতীয় হলো নাভির নিচে হাত বাঁধা	২০
১২	নাসীর উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দাবী	২১
১৩	নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর জবাব	২২
১৪	মুযতারিব এর সংজ্ঞা	২৪
১৫	আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী বর্ণনাকারী	২৪
১৬	নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য	২৫
১৭	দীর্ঘ আলোচনার সার সংক্ষেপ	২৭
১৮	ফুকাহায়ে কেরাম এর মতামত	২৭
১৯	সহায়ক গ্রন্থাবলী	৩০
২০	লেখকের গ্রন্থাবলী	৩২

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী, পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতি, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর উচ্চতর হাদীস ও ফিকহের উস্তাদ, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা. এর

অভিমত

পবিত্র শরীয়তে ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামায। যার পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) এর মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শিক্ষা দিয়েছেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে এবং সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীনকে এভাবে যুগযুগ ধরে নামাযের শিক্ষা চলে আসছে। নামাযের ওই সকল পদ্ধতির মধ্য থেকে একটি হলো নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে নকল করেন যে, নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। হাসান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এ বিষয়ে আমার প্রিয় ছাত্র তরুণ আলেম দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম এর সহকারী মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী **"সহীহ হাদীসের আলোকে নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত"** নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছে। হাত বাঁধার বিষয়ে তিন ধরণের হাদীস পাওয়া যায়। আর সেগুলিকে একত্রিত করেছে এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

আশা করি গায়রে মুকাল্লিদের অপপ্রচারের কারণে মানুষের মনে যত সন্দেহ-সংশয় জন্ম নিয়েছে, এ পুস্তক দ্বারা সব বিদূরিত হবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এই পুস্তক এবং লেখককে কবুল করুন এবং বেশী বেশী ইলমের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমিন

أمين يارب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وأله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين.

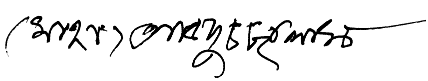

বান্দা মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম চাটগামী
২১ রবিউল আওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ঈসায়ী
সন্ধ্যা ৬: ০৭ মিনিট

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান **আল্লামা শাহ আহমদ শফি** দা. বা. এর সুযোগ্য খলীফা

হাফেয মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

রাসুল ﷺ এর যুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত মুসলমান যে নামায আদায় করে আসছে, তা সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় এটাকে নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তন্মধ্যে একটি হলো, **"নামাযে নাভির নিচে হাত বাধাঁ"** যা সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত, অথচ তারা এটিকে যয়ীফ, দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, বলে প্রচার করেন।

আল হামদুলিলাহ! আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমার স্নেহের ছোট ভাই মুফতি অকিল উদ্দিন **"সহীহ হাদীসের আলোকে নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত "** নামক বইটিতে উপরোক্ত বিভ্রান্তির যথাযথ উত্তর রিজাল শাস্ত্রের আলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পুস্তিকাটিতে আলোচনা করেছে।

পুস্তিকাটি দ্বারা তথাকথিত আহলে হাদীসের বিভ্রান্তি নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি।

আল্লাহ তা'আলা বইটি ও লেখককে কবুল করুন। তাকে আরো বেশী দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

অহিদুর রহমান
২০ সফর ১৪৩৫ হিজরী
২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী
রাত ৯:১২ মিনিট

লেখকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নামাযকে ফরয করেছেন। রাসুল ﷺ কে তা শিক্ষা দিয়েছেন। আর রাসুল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীকে আর তাবেয়ী তাবয়ে তাবেয়ীকে এভাবে যুগপরম্পরায় আজ পর্যন্ত নামাযের শিক্ষা চলে আসছে। আর নামাযের মধ্যে একটি আমল হলো নাভির নিচে হাত রাখা। রাসুল ﷺ নিজে নাভির নিচে হাত রেখেছেন। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বলেন- আমি রাসুল ﷺ কে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি।[১] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ। আর নাভির নিচে হাত বাধাঁ বিনয়েরও অধিক নিকটবর্তী। ইসহাক ইবনে রাহুয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৩৮ হিজরী বলেন- নাভির নিচে হাত বাধাঁর হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং উহা বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী।[২] এরপরও আহলে হাদীস বন্ধুগণ নাভির নিচে হাত বাঁধা বিষয়ের হাদীসটি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রচার করেন। আর তাই আমার সহপাঠি মাওলানা সাইফুল্লাহ ও মাওলানা আবু সাঈদ বিষয়টি নিয়ে কিছু লেখার পরামর্শ প্রদান করেন। যেহেতু **“শি’আরে ইসলাম”** ও **“সহীহ হাদীস ও ইসলামী ফিকহের আলোকে নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান”** নামক বইয়ে বিষয়টি নিয়ে সামান্য কিছু লিখেছিলাম। তাই বিস্তারিতভাবে লেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি। বর্ণিত হাদীসগুলি উল্লেখ করেছি। রিজাল শাস্ত্রের আলোকে সহীহ ও যয়ীফ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেছি। আশা করি আহলে হাদীস বন্ধুগণের সন্দেহ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর রহমতে বইটি লেখা সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মুফতিয়ে আ’যম বাংলাদেশ **“আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী”** দা. বা. এর অসুস্থতা ও ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে সময় দিয়েছেন, নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ

---

১. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২১-৩২২ হা. ৩৯৫৯, নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

২. আল আওসাত লি ইবনে মুনযির ৪/১৮৭ হা. ১২৪৩ নামাযের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, ডান হাতের তালুর পেট বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা।

করেছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাকে উত্তম প্রতিদান ও সুস্থতা দান করুন এবং দীর্ঘজীবি করুন। আমিন। মুফতী রুহুল্লাহ নোমানী ভাই সহ যারা সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে বিনীত নিবেদন ভাষাগত কিংবা তথ্যগত কোন ভুল ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক অধমকে অবহিত করবেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব। ইনশা আল্লাহ। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই পুস্তিকা কবুল করেন ও সকলের জন্য উপকারী এবং আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

অকিল উদ্দিন
১৯ সফর ১৪৩৫ হিজরী
২২ ডিসেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী
রাত ১০:০৭ মিনিট

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

قال الله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى.

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। তাতে মানব জীবনের বিধি-বিধান বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর এ বর্ণনা কোথাও বা সংক্ষিপ্ত কোথাও বা ব্যাখ্যা সহ বিস্তারিত।

আর উক্ত বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসুল ﷺ কে প্রেরন করেছেন। আর রাসুল ﷺ তা হাদীস বর্ণনা করে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা নামায সম্পর্কে বলেন-أَقِيمُوا الصَّلَاةَ তোমরা নামায আদায় কর।[৩]

নামায কিভাবে আদায় করবে ও তার পদ্ধতি কি?

পবিত্র কুরআন গবেষণা করলে পাওয়া যায়-

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করএবং সিজদা কর।[৪]

রুকু ও সিজদা করার নির্দেশ পাওয়া যায়। তবে তা কিভাবে করতে হবে তার পদ্ধতি কোরআনে বর্ণিত হয়নি। উহার পদ্ধতি হাদীসে পাওয়া যায়। আর সে কারণেই হাদীসের শরণাপন্ন হতে হয়। কেননা রাসূল ﷺ নামাযের পূর্ণ পদ্ধতি হাদীস শরীফে বর্ণণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কে দু'দিনে শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথমে শবে মিরাজে নামায ফরয করা হয়েছে। এরপর প্রাথমিকভাবে দু'দিনে উহার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর সময়ে সময়ে কিছু হুকুম পরিবর্তনও হয়েছে। মোট কথা রাসূল ﷺ এর মাধ্যমে নামাযের পূর্ণ পদ্ধতি ফরয ইত্যাদি বিস্তারিত জানা যায়। তবে তার মধ্যে একটি হলো 'হাত বাঁধা'- এ নিয়ে

[৩]. সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত : ২০

[৪]. সূরা হজ্জ, আয়াত : ৭৭

কিছু ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি রয়েছে। অতএব এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আসলে এ বিষয়ে সাহাবীদের মধ্যে আমল ও বর্ণনার ক্ষেত্রে মত পার্থক্য পাওয়া যাওয়ায় উম্মতের মত পার্থক্য হয়েছে যে, নামাযে হাত বাঁধবে না-কি ছেড়ে দিবে না-কি নাভির নিচে না-কি উপরে।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম ***ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা*** বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা সুন্নাত। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন। এ কথা কুতুবে সিত্তাহ সহ বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৫৬ হিজরী বলেন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত সাহল বিন সা'দ রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নামাযে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হত। বর্ণনাকারী আবু হাযেম বলেন এ কাজটি আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজ বলেই জানি। "লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হত" এটা দ্বারা হাদীসে মারফুর হুকুম হয়। কেননা নির্দেশদাতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই হবেন।[৫]

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৬১ হিজরী উল্লেখ করেছেন-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ كَبَّرَ – وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ – ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলে দু'হাত উঠাতে দেখেছেন। বর্ণনাকারী হাম্মাম ইবনে ইয়াহয়া বলেন (দু'হাত) কান বরাবর তুলেছেন। অতঃপর চাদর দ্বারা নিজেকে আবৃত করলেন। এরপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন ।[৬]

এ ছাড়াও ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা বিষয়ে নাসায়ী শরীফ[৭] আবু দাউদ শরীফ [৮] তিরমিযি শরীফ[৯] ইবনে মাজাহ শরীফে[১০] বর্ণিত হয়েছে।

---

৫. বুখারী শরীফ ১/১০২ হা.৭৪০ আযান অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
৬. মুসলিম শরীফ ১/১৭৩ হা.৪০১ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
৭. নাসায়ী শরীফ ১/১১০ হা.৮৮১ নামাযের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, দু'হাত কান বরাবর উঠানো পরিচ্ছদ।
৮. আবু দাউদ শরীফ ১/১১০ হা.৭৫৫ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
৯. তিরমিযি শরীফ ১/৫৯ হা.২৫২ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
১০. ইবনে মাজাহ ৫৮ হা.৮০৯,৮১০,৮১১ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

অতএব উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেল নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।

এখন আলোচনা হলো- ***নামাযে ডান হাত বাম হাতের কোন জায়গায় রাখবে?***

এ বিষয়ে গবেষণা করলে দেখা যায়-বুখারী শরীফে[১১] উল্লেখ হয়েছে-

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى

লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হত পুরুষ ডান হাত বাম যেরা (হাতের) এর উপর রাখবে।

উপরোক্ত হাদীসে (যেরা) শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। যেরা অর্থ হাত, এটা মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে-

من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى

কনুই দিক থেকে নিয়ে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত।[১২]

ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী বলেন-

أبهم موضعه من الذراع

যেরার কোন জায়গায় হাত রাখবে তা হাদীসে অস্পষ্ট।[১৩]

আর মুসলিম শরীফে-

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন।[১৪]

অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, ডান হাত বাম হাতের কোন জায়গার উপর রাখবে।

তবে নাসায়ী শরীফে উল্লেখ হয়েছে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি মনে মনে বললাম, অবশ্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায আদায় করে তা দেখব। অতঃপর দেখলাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। তাকবীর দিলেন এবং দু'হাত কান বরাবর উঠালেন।

---

১১. বুখারী শরীফ ১/১০২ হা.৭৪০ আযান অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

১২. লিসানুল আরব ৮/৯৩ যাল পরিচ্ছেদ।

১৩. ফাতহুল বারী ২/৩১৮ আযান অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

১৪. মুসলিম শরীফ ১/৭৩ হা. ৯২৩ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

অতঃপর ডান হাত বাম হাতের তালু কব্জি ও উর্ধ্ব বাহু (কনুই দিক থেকে নিয়ে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত) এর উপর রাখলেন।[১৫]

ড. মুহাম্মদ সায়্যিদ, উস্তায আলী মুহাম্মাদ আলী, উস্তায সায়্যিদ ইমরান সহীহ বলেছেন।

উক্ত হাদীসটি আবু দাউদ শরীফে[১৬] উল্লেখ হয়েছে।

ড. আব্দুল কাদের আব্দুল খায়ের, ড. সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম, উস্তায সায়্যিদ ইব্রাহিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সহীহ ইবনে খুযায়মাতেও হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।

ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী উক্ত হাদীসকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন[১৭]

উপরোক্ত হাদীসে তিনটি শব্দ উল্লেখ হয়েছে।

১. (كف) ***কাফ্ফুন*** ২. (رسغ) ***রুসগুন*** ৩. (ساعد) ***সা'ইদুন***

১. হাতের তালুকে কাফ্ফুন বলে। ২. কব্জি বা কনুই থেকে হাতের তালু মাঝখানের গিরা/জোড়াকে রুসগুন বলে। ৩. আর কনুই থেকে হাতের তালু পর্যন্তকে সা'ইদুন বলে।

উক্ত হাদীসের ব্যখ্যায় আল্লামা আবুল হাসান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল হাদী হানাফী সিন্ধি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১৩৮ হিজরী লেখেন- এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এভাবে ডান হাতের তালুর মাঝখান (বাম হাতের) কব্জির উপর রাখবে। এ জন্য আবশ্যকীয় যে, ডান হাতের তালুর কিছু অংশ বাম হাতের তালুর উপর আর কিছু অংশ বাহুর (কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত) উপর।

আর আবু দাউদ ও সহীহ ইবনে খুযায়মার বর্ণনায়-

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى

ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে।[১৮]

---

[১৫]. নাসায়ী শরীফ ১/১০২ হা. ৮৮৬ নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[১৬]. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা. ৭২৭ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

[১৭]. ফাতহুল বারী ২/৩১৮ আযান অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[১৮]. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা. ৭২৭ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ। সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ হা.৪৭৯ নামায অধ্যায়, আযান ও একামত সমষ্টি, (৮৭) নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে, যাতে করে কব্জি বাহুর হাতের কিছু অংশ পৌঁছায়।

হাত কোথায় বাঁধবে?

এ বিষয়ে সাহাবাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম আমল ও বর্ণনা পাওয়া যায়, যার কারণে উম্মতের মতপার্থক্য হয়েছে যে, হাত কোথায় বাঁধবে?

এ বিষয়ে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ১. ***বুকের উপর*** ২. ***নাভীর উপর*** ৩. *নাভীর নিচে*

প্রথমে বুকের উপর যে হাদীসটি আছে, তার বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

অনেকে মনে করেন যে, বুকে হাত বাঁধার হাদীস বুখারী ও মুসলিমে শরীফে উল্লেখ আছে, যা সম্পূর্ণ ভুল।

আহলে হাদীস বন্ধুগণের পেশকৃত প্রথম দলিল-

ইবনে খুযায়মা তার সনদে বর্ণনা করেন-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে নামায আদায় করেছিলাম, আর তিনি বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।[১৯] হাদীসটি যয়ীফ।

উক্ত হাদীস বর্ণনার সনদ-

أخبرنا أبوطاهر نا أبوبكر نا أبوموسى نا مؤمل نا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.[20]

উক্ত হাদীস বর্ণনায় মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল তার সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মৃত্যু ৮৫২ হিজরী বলেন-

[১৯]. সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ হা.৪৭৯ নামায অধ্যায়, আযান ও একামত সমষ্টি, (৮৭) নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[২০]. সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ হা.৪৭৯ নামায অধ্যায়, আযান ও একামত সমষ্টি, (৮৭) নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

صدوق سيئ الحفظ

সত্যবাদি তবে স্মৃতি শক্তি খারাপ।[২১]

ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আ'যমী উক্ত হাদীসের সনদকে যয়ীফ বলেছেন।

উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

حدثنا يونس بن محمد ثنا *عبد الواحد* ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ كَيْفَ يُصَلِّيْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ[22] قال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح

حدثنا أسود بن عامر ثنا *زهير بن معاوية* عن عاصم بن كليب أن أباه أخبره اَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ.[23] قال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح

حدثنا أسود بن عامر ثنا *شعبة* عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.[24] قال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح

حدثنا عبد الصمد ثنا *زائدة* ثنا عاصم بن كليب أخبرني أبي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّيْ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.[25] قال حمزه أحمد الزين: إسناده صحيح

---

[২১]. তাকরীবুত তাহযীব ৬৪৪ রা. ৭০২৯

[২২]. আল মুসনাদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৪/২৮৪ হা. ১৮৭৫২ মুসনাদে কূফিয়্যীন, ওয়াল ইবনে হুজরের হাদীস।

[২৩]. আল মুসনাদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৪/২৯১ হা. ১৮৭৭৮ মুসনাদে কূফিয়্যীন, ওয়াল ইবনে হুজরের হাদীস।

[২৪]. আল মুসনাদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৪/২৯১ হা.১৮৭৮০ মুসনাদে কূফিয়্যীন, ওয়াল ইবনে হুজরের হাদীস।

[২৫]. আল মুসনাদ- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১৪/২৮৯ হা.১৮৭৭২ মুসনাদে কূফিয়্যীন, ওয়াল ইবনে হুজরের হাদীস।

أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.[26] قال الدكتور السيد محمد, الأستاذ علي محمد علي, الأستاذ سيد عمران صحيح

حدثنا مسدد نا بشر بن المفضل عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّى قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ.[27] قال الدكتور عبد القادر عبد الخير, الدكتور سيد محمد سيد , ألأستاذ سيد إبراهيم صحيح

حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن إدريس ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير ثنا بشر بن المفضل قالا ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ.[28]

উপরোক্ত বর্ণনাগুলি হাদীসের সনদে দেখা গেল যে, ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু) এর ছাত্র ***কুলাইব ইবনে শিহাব*** তার ছেলে ও ছাত্র ***আছেম ইবনে কুলাইব*** তার কয়েক জন ছাত্র ১. ***আব্দুল ওয়াহেদ*** ২. যুহায়ের ইবনে মুয়া'বিয়া ৩. ***শু'বা*** ৪. ***যায়েদা*** ৫. ***বিশ্‌র ইবনে মুফায্‌যাল*** ৬. ***আব্দুল্লাহ ইবনে ইদরীস***, এদের কারো বর্ণনায় "***আলা ছদরীহি***" "বুকের উপর" হাত বাঁধার বর্ণনা নেই।

তবে আছেম এর ৭নং ছাত্র ***সুফয়ান*** তার ছাত্র ***মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল*** তার বর্ণনায় ***"আলা ছদরীহি"*** "বুকের উপর" হাত বাধাঁর বর্ণনা এসেছে। তবে তিনি হাদীস বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নয়। কেননা হাফেয শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ যাহবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী উল্লেখ করেন-

قال أبوحاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطاء وقال أبو زرعة في حديثه خطأ كثير

আবু হাতেম বলেন- মুআম্মাল সত্যবাদী সুন্নাত বিষয়ে কঠোর অধিক ভুলের অধিকারী। আবু যুরআ বলেন- তার হাদীসে অনেক ভুল রয়েছে।[২৯]

২৬. নাসায়ী শরীফ ১/১০২ হা.৮৮৮ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।
২৭. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা.৭২৬ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।
২৮. ইবনে মাজাহ ৫৮ হা.৮১০ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
২৯. মিযানুল ইঈতিদাল ৬/৫৭১ রাবী নং- ৮৯৫৬

ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী বলেন-

صدوق سيئ الحفظ

সত্যবাদী স্মৃতি শক্তি খারাপ।[৩০]

হাফেয শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ যাহবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী উল্লেখ করেন-

دفن كتبه وحدث حفظا فغلط[31]

এবং তিনি তাহযীবুল কামালে উল্লেখ করেন-

دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه

মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল এর কিতাব দাফন করা হল। অতপর তিনি তার মুখস্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাই তার অনেক ভুল হয়েছে।[৩২]

শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৭৫১ হিজরী বলেন-

المثال الثاني والستون ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى صَدْرِهِ غَيْرُ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ.[33]

মুআম্মাল ইবনে ঈসমাঈল ছাড়া কেউ ***"আলা ছাদরীহি"*** "বুকের উপর" বর্ণনা করেনি। এছাড়া আলকামা প্রমুখও সেটি বর্ণনা করেনি।

আর আহলে হাদীসের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ শওকানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১২৫৫ হিজরী বলেন-

ولاشيئ في الباب أصح من حديث وائل المذكور

বুকের উপর হাত বাঁধা বিষয়ে ওয়ায়েল ইবনে হুজর এর হাদীস সবচেয়ে শক্তিশালী ।[৩৪]

---

[৩০]. তাকরীবুত তাহযীব ৬৪৪ রা.৭০২৯

[৩১]. আল কাশেফ ৪/৩৭৪ রা.৫৭৪৭

[৩২]. তাহযীবুল কামাল ১০/২১১ রা.৬৯৫৩

[৩৩]. এলামুল মুআক্কিঈন ২/৩৮১ সুন্নাত অনুসরণ ওয়াজিব যদিও কুরআনের চেয়ে অতিরিক্ত, নামাযে হাত রাখা।

[৩৪]. নায়লুল আওতার ২/৫৪৫ হা.৬৭৬২ নামায অধ্যায়, পোশাক অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদসমূহ, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

আর উক্ত হাদীসেই ***"আলা ছাদরীহি"*** "বুকের উপর" বর্ণনাটা শায অসংরক্ষিত। অতএব অত্যন্ত দুর্বল। এরপরও হাদীসটিতে এযতেরাব রয়েছে। কেননা ইবনে খুযায়মাতে ***"আলা ছাদরীহি"*** বায্যারে ***"ঈনদা ছাদরীহি"*** যেমন ফাতহুল বারীতে এসেছে, আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে ***"তাহতাস সুর্‌রাহ"*** নাভির নিচে বর্ণিত হয়েছে।[৩৫]

তাদের পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীস-

عَنْ هُلْبٍ الطَّائِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَ يَحْيَي الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ.

হুলব তায়ী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরতে দেখেছি (সালাম ফেরাতে) এবং তাকে বলতে দেখেছি ইহাকে বুকের উপর রাখতে। ***ইয়াহয়া*** বর্ণনাকারী বলেন- ডান হাত বাম হাতের জোড়ের উপর (রেখেছে)।[৩৬]

উক্ত হাদীসটিতে ***"আলা ছাদরীহি"*** "বুকের উপর" উল্লেখ হয়েছে, এখন এ হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা নিমাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-

إسناد حسن لكن قوله على صدره غير محفوظ.

হাদীসটির সনদ হাসান, তবে "আলা ছাদরীহি" অসংরক্ষিত।[৩৭]

কেননা উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে-

حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا *وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب* عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْهُلْبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.[38]

حدثنا أبومحمد بن صاعد حدثنا يعقوب الدوقي حدثنا *عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان* (ح) وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن إسماعيل الحسائي حدثنا *وكيع حدثنا سفيان*

---

৩৫. আত তা'লীকূল হাসান পৃ. ১০৫ নামায অধ্যায়, বুকের উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।
৩৬. আল মুসনাদ- আহমদ ১৬/১৫২ হা. ২১৮৬৪ মুসনাদে আনসার, হুলব তায়ী রা. এর হাদীস।
৩৭. আসারুস সুনান পৃ. ১০৮ নামায অধ্যায়, বুকের উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।
৩৮. আল মুসনাদ- আহমদ ১৬/১৫২ হা. ২১৮৬৫ মুসনাদে আনসার, হুলব তায়ী রা. এর হাদীস।

عن سماك عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ .[39]

حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَاخُذُ شِمَالَهُ بِيمِيْنِه.

قال أبو عيسى حديث حسن–[40]

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَاخُذُ شِمَالَهُ بِيمِيْنِه.[41]

حدثنا محمد بن جعفر الوركائي ثنا شريك عن سماك عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ لَايَخْتَلِجَنَّ أَوْ لَايَحِيكَنَّ فِيْ صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةُ قَالَ) وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَيَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.[42]

উপরোক্ত বর্ণনায় হাদীসটির রাবী/বর্ণনাকারী ***সিমাক ইবনে হরব*** এর ছাত্র তিনজন ১. ***সুফয়ান*** ২. ***আবুল আহওয়াস*** ৩. ***শরীক*** এবং প্রথম ছাত্র ***সুফয়ান*** এর ছাত্র তিনজন ১. ***ওয়াকী*** ২. ***আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী*** ৩. ***ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ।***

উপরোক্ত সকল বর্ণনাগুলিতে ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ এর বর্ণনা ব্যতীত কারো বর্ণনায় (عَلَي صَدْرِه) ***"আলা ছাদরীহি"*** বুকের উপর নেই।

অতএব ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ এর বর্ণনা সুফয়ান থেকে ***আলা ছাদরীহি*** বর্ণনা সুফয়ান ছাওরী ও সিমাকের ছাত্রদের বিরোধ বর্ণনা। অতএব উহা সংরক্ষিত নয়।

আল্লামা নিমাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন- আমার মনে হয় ***আলা ছাদরীহি*** এটি লেখকের ভুল। সঠিক হলো ***য়াদায়ু হাযিহি আলা হাযিহি***

يَضَعُ هَذِه عَلَى هَذِه

এর ব্যাখ্যায়

وَصَفَ يَحْيِي الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ

ইয়াহয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে।[৪৩]

---

[৩৯]. সুনানে দারাকুতনী ২/৩৩-৩৪ হা. ১১০০ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

[৪০]. তিরমিযি শরীফ ১/৫৫ হা. ২৫২ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাত দ্বারা বাঁধা পরিচ্ছেদ।

[৪১]. সুনানে ইবনে মাজাহ ৫৮ হা. ৮০৯ নামায অধ্যায়, নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

[৪২]. আল মুসনাদ- আহমদ ১৬/১৫২ হা. ২১৮৬৬ মুসনাদে আনসার, হুলব তায়ী রা. এর হাদীস।

[৪৩]. আত তা'লীকুল হাসান পৃ. ১০৫ নামায অধ্যায়, বুকের উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

তাদের পেশকৃত তৃতীয় হাদীস-

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

তাউস রহ. বলেন-রাসুল ﷺ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন। অতঃপর হাত বুকের উপর বেধেঁছেন। যে অবস্থায় তিনি নামাযে ছিলেন।[৪৪]

আল্লামা নিমবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন-

إسناده ضعيف وفي الباب أحاديث آخر كلها ضعيفة–

হাদীসটির সনদ যয়ীফ এবং এ বিষয়ে অন্যান্য যে হাদীস রয়েছে তা যয়ীফ।[৪৫] অতএব একথা স্পষ্ট যে নামাযে বুকের উপর যে সব হাদীস রয়েছে তা যয়ীফ।

দ্বিতীয় হলো নাভির উপর হাত বাঁধা সম্পর্কীয় হাদীস-

عَنْ أَبِيْ الزُّبَيْرِ قَالَ أَمَرَنِيْ عَطَاءٌ أَنْ أَسْأَلَ سَعِيْدًا أَيْنَ تَكُوْنُ الْيَدَانِ فِيْ الصَّلَاةِ فَوْقَ السُّرَّةِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ فَوْقَ السُّرَّةِ. يعني به سعيد بن جبير. وكذلك قاله أبو مجلز لاحق بن حميد، وأصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز.

আবু যুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমাকে আতা নির্দেশ দিলেন সাঈদ কে প্রশ্ন করতে নামাযে দু'হাত কোথায় থাকবে নাভির উপরে না-কি নাভির নিচে? অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন নাভির উপরে অর্থাৎ সাঈদ ইবনে জুবাইর ঐরকমভাবে আবু মিজলায লাহেক ইবনে হুমাইদ বলেছেন- আর এ বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস হলো সাঈদ ইবনে যুবাইর ও আবু মিজলায থেকে বর্ণিত আছর।[৪৬]

হাদীসটি সম্পর্কে মতামত-

قال أبو داود وليس بالقوي

আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- হাদীস শক্তিশালী নয়।[৪৭]

---

৪৪ . আবু দাউদ শরীফ ১/ ২৭৫ হা. ৭৫৯ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাত দ্বারা বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৪৫ . আসারুস সুনান পৃ. ১০৮-১০৯ নামায অধ্যায়, বুকের উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৪৬ . আস সুনানুল কুবরা-বায়হাকী ২/৩১৮ হা.২৩৮৮ নামায অধ্যায়, নামাযে বুকের উপর হাত রাখা পরিচ্ছেদ।

৪৭ . আবু দাউদ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৭ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

قال النيموي إسناده ليس بالقوي

আল্লামা নিমাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-হাদীসটির সনদ শক্তিশালী নয়।[৪৮]

অতএব নাভির উপরে হাত রাখা বিষয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীসটি যয়ীফ তথা দুর্বল। তবে এ বিষয়ে অন্য হাদীসের কি অবস্থা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن اعين عن ابي بدر عن ابي طالوت عبد السلام عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

ইবনে জারীর যব্বী থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন- আমি আলী রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু কে দেখেছি তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি নাভির উপর উপর আঁকড়ে ধরলেন।[৪৯]

আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- হাদীস শক্তিশালী নয়।[৫০]

হাদীসে ***"ফাওকার সুররাহ"*** (নাভির উপর) শব্দটি অসংরক্ষিত ও আবু বদর সুজা' ইবনে ওয়ালিদ এর এই বর্ণনা একক।[৫১]

এ হাদীসটি অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে তবে ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর এ শব্দটি নেই। যেমন- ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সনদবিহীন (তা'লীকান) উল্লেখ করেন-

وَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الْأَيْسَرِ

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু তার তালু বাম তালুর উপর রেখেছেন।[৫২]

حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري أبو طالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِيْ الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى رُسْغِهِ فَلَايَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّ يَرْكَعَ مَتَى مَارَكَعَ إِلَّا أَنْ يُّصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ.[53]

উক্ত হাদীসটিতেও ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর বর্ণিত হয়নি।

---

৪৮. আসারুস সুনান পৃ. ১১০ হা. ৩২৯ নামায অধ্যায়, নাভির উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৪৯. আবু দাউদ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৭ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

৫০. আবু দাউদ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৭ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

৫১. আসারুস সুনান পৃ. ১০৯ হা. ৩২৮ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, নাভির উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ। আত তা'লীকুল হাসান পৃ.১০৯ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, নাভির উপর হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৫২. বুখারী শরীফ ১/১৫৯ তাহাজ্জুদ অধ্যায়, নামাযে আমল অধ্যায়, নামাযে হাত দ্বারা সাহায্য যখন নামাযে থাকে পরিচ্ছেদ।

৫৩. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২২-৩২৩ হা.৩৯৬১ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

ঠিক তেমনি ভাবে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর উস্তাদ মুসলিম ইবনে ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন সেখানেও ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর উল্লেখ হয়নি। যেমন-

كذالك رواه *مسلم بن إبراهيم* أحد مشائخ البخاري عن *عبد السلام بن أبي حازم* عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه– قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة فَكَبَّرَ ضَرَبَ بِيَده الْيُمْنَى عَلَى رُصْغه الْأَيْسَرَ فَلَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّى رَكَعَ إِلَّا أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يَصْلَحَ ثَوْبًا. هكذا رويناه في السفينة الجرائدة من طريق السلفي يسنده إلى مسلم بن إبراهيم.[54]

অতএব উপরোক্ত বর্ণনাগুলিতে আলী রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু এর আমল বর্ণিত হলো আর তাতে দেখা গেল *আব্দুস সালাম* এর ছাত্র তিনজন ১. *ওয়াকী* ২. ইমাম বুখারীর উস্তাদ *মুসলিম ইবনে ইব্রাহিম* ৩. *আবু বদর সুজা' ইবনে ওয়ালিদ ইবনে কায়েস ।*

আর তাতে ওয়াকী, মুসলিম ইবনে ইব্রাহিম ও বুখারী শরীফে হযরত আলী রা. এর আমলে ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর উল্লেখ হয়নি। তবে শুধুমাত্র আবু বদর সুজা' ইবনে ওয়ালিদ ইবনে কায়েস এর বর্ণনায় ***"ফাওকাস সুররাহ"*** নাভির উপর উল্লেখ হয়েছে। আর তিনি ছিক্বাহ বা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন। কেননা আবু হাতেম বলেন- তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শিথিল শায়খ মজবুত শক্তিশালী নয়। আর তার দ্বারা দলীল পেশ করা যায়না।[৫৫]

অতএব এটা স্পষ্ট হল যে, আবু বদর সুজা' ইবনে ওয়ালিদ ইবনে কায়েস এর মাধ্যমে দলীল পেশ করা যাবে না।

অতএব হাদীসটি যয়ীফ।

তৃতীয় হলো নাভির নিচে হাত বাঁধা

আর তা সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِه فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বলেন- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখতে দেখেছি।[৫৬]

আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৩২২ হি. বলেন-

---

৫৪. ফতহুল বারী ৩/৭২ নামাযে আমল অধ্যায়, নামাযে ডান হাত দ্বারা সাহায্য নেয়া পরিচ্ছেদ।

৫৫. তাহযীবুল কামাল ৩/৩৬৫ রা.৩৬৭৩

৫৬. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২১-৩২২ হা. ৩৯৫৯ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

إسناده صحيح.

উক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫৭]

আল্লামা কাসেম ইবনে কুতলুবুগা রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৭৯ হি. আত তা'রীফ ওয়াল ইখবার নামক গ্রন্থে উক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন-

هذا إسناد جيد

উক্ত হাদীসটির সনদ উত্তম।[৫৮]

আল্লামা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাওয়ালিউল আনওয়ার নামক গ্রন্থে বলেন-

رجاله كلهم ثقات أثبات

উক্ত হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী সত্যায়িত নির্ভরযোগ্য।[৫৯]

আল্লামা মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা "আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা" নামক গ্রন্থের টীকায় বলেন-

إسناده صحيح

সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।[৬০]

عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

হযরত আবু জুহায়ফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নামাযে নাভির নিচে এক হাত অপর হাতের উপর বাঁধা সুন্নাত।[৬১] হাদীসটি হাসান।

অনেকে হাদীসটিকে যয়ীফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ হাদীসটির সনদ যাচাই করলে হাদীসটি হাসান হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

নাসীর উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দাবী-

মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৪২০ হি. বলেন-

قلت وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو الواسطي وهو ضعيف كما ياتي وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا عن زياد عن أبي جحيفة عنه. ومرة قال عن النعمان بن سعد عن علي. ومرة قال عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة

---

৫৭. আসারুস সুনান পৃ. ১১১ হা. ৩৩০ নামায অধ্যায়, নাভির নিচে হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

৫৮. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২০ টিকা ৩৯৫৯ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৫৯. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২০ টিকা ৩৯৫৯ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৬০. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২০ টিকা ৩৯৫৯ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৬১. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৬ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

أخرجه أبو داود (৭৫৮) والدارقطني. وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.[62]

আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক নামক বর্ণনাকারী যয়ীফ এবং হাদীসটি মুযতারিব।

নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর জবাব

হাদীসটি কয়েকটি সনদে বণিত হয়েছে।

প্রথমে হাদীসটি সনদসহ উল্লেখ করছি-

حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِيْ الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.[63]

حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السؤائي عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِيْ عَلَى الْأَيْدِيْ تَحْتَ السُّرَرِ.[64]

حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق (ح) وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي حدثنا أبو كريب حدثنا يحيي بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثني زياد بن زيد السوائي عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ.

حدثنا محمد حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ.[65]

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبوكريب ثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثني زياد بن زيد

---

৬২. ইরওয়াউল গলীল ২/৬৯-৭০ হা. ৩৫৩ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়।

৬৩. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৬ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

৬৪. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২৪ হা. ৩৯৪৫ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৬৫. সুনানে দারাকুতনী ২/৩৪-৩৫ হা. ১১০২-১১০৩ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

السوائي عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ.

وكذلك رواه أبو معاوية عن عبد الرحمن ورواه حفص بن غياث عن عبد الرحمن.

كما أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ.[66]

উপরোক্ত হাদীসগুলিতে অর্থাৎ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু এর নামাযে নাভির নিচে হাত বাধাঁ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস এ 'আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী" দু'টি সনদে উল্লেখ করেছেন-

(১) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي

(২) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي

ইহা ছাড়াও আব্দুর রহমান তার সনদে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِيْ الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. قال أبوداود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.[67]

حدثنا أحمد بن عيسى الخواص حدثنا إبراهيم بن أبي الجحيم حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار أبي الحكم عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ.[68]

যেহেতু উপরে বর্ণিত নাসীর উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক নামক বর্ণনাকারীর কারণে হাদীসকে মুযতারিব বলেছেন। অতএব এখন আমরা মুযতারিব বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

---

৬৬. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/৩১৮-৩১৯ হা. ২৩৮৯-২৩৯০ নামায অধ্যায়, নামাযে বুকের উপর হাত রাখা পরিচ্ছেদ।

৬৭. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৮ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

৬৮. সুনানে দারাকুতনী ২/৩১-৩২ হা. ১০৯৮ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।

মুযতারিব এর সংজ্ঞা- আবু আমর উসমার ইবনে আব্দুর রহমান আশ শাহরাযুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৬৪৩ হি. বলেন-

المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له.

মুযতারিব ঐ হাদীসকে বলে যে হাদীস বর্ণনায় অমিল হয় কেউ এক ধরণের বর্ণনা করে, আবার কেউ তার বিপরিত বর্ণনা করে।[৬৯]

অতএব হাদীসটিতে এযতেরাব নেই। আর এযতেরাব এর সংজ্ঞাও এখানে প্রমাণিত হয় না। আর হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু এর আমল আব্দুর রহমানের নিকট দু'টি সনদে এসেছে। আরেকটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু আমল তার নিকট পৌঁছিয়েছে। এতে হাদীসের সনদ ভিন্ন হয়েছে। এখানে কোন প্রকার এযতেরাব নেই। যারা উলূমুল হাদীস বিষয়ে জ্ঞান রাখেন তাদের নিকট তা স্পষ্ট।

আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী বর্ণনাকারী-

তবে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী সম্পর্কে বিভিন্ন ইমাম মতামত পেশ করেছেন-তিনি যয়ীফ তথা দুর্বল। যেমন- আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي.

আমি আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে শুনেছি তিনি আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতীকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।[৭০]

আসলে **আলোচনার বিষয়** হলো- আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক যয়ীফ তথা দুর্বল বলা হয়েছে । তবে কেন?

ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو كوفي وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مديني وهو أثبت من هذا.

কিছু হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। তার স্মৃতি শক্তি নিয়ে। তিনি কুফী। তবে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক কুরাইশি মাদানী তিনি কুফী থেকে নির্ভরযোগ্য।[৭১]

তবে ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতী এর ৭৪১ নং হাদীসকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[৭২]

---

[৬৯]. মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ পৃ. ৭৩ হাদীসের ১৯ নং প্রকার।

[৭০]. আবু দাউদ শরীফ ১/৩৪৩ হা. ৭৫৮ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[৭১]. তিরমিযি শরীফ ২/৭৯ হা. ২৫২৬ নং আলোচনা, জান্নাতের গুণাবলী অধ্যায়, জান্নাতের কক্ষের গুণাবলী পরিচ্ছেদ।

অতএব বুঝা গেল আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল ওয়াসেতীর সামান্য দুর্বলতা যা অন্যের সমর্থক হতে পারে। যেমন- আবু হাতেম বলেন-

يكتب حديثه ولايحتج به

আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক দ্বারা দলিল পেশ করা যাবেনা। তবে তা লেখা যাবে (যা সমর্থন যোগ্য)।[৭৩]

শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা এর ৩ নং খন্ডে ৩২৪ নং পৃষ্ঠা ৩৯৬৬ হাদীসের টীকায় বলেন-

لكن يشهد له الحديث السابق

তবে এ হাদীসটি ৩৯৫৯ নং হাদীসের সমর্থন হয়।[৭৪]

এ হাদীস (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু এর) কে শাহেদ হিসেবে পেশ করা যাবে। আর তা হলো ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু এর নাভির নিচে হাত বাঁধা (সহীহ) হাদীস। অতএব হাদীসটি হাসান হবে।

নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য

নাসির উদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৪২০ হিজরী. এর যয়ীফ বলাটা ধর্তব্য নয়। কেননা এ ধরণের সহীহ/হাসান হাদীসকে তার পক্ষে যয়ীফ বলা স্বাভাবিক। কেননা তিনি মুরসাল হাদীসকে যয়ীফ বলেন। আর যখন তার পক্ষে হয়, তখন মুরসাল হাদীস সহীহ বলেন। যা তা'আস্‌সুব তথা আত্মপ্রীতি ন্যায় ইনসাফের কথা নয়। যেমন- তিনি বলেন-

(إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِيْ ذَالِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ)

ضعيف.قلت يعني مرسل فإن يزيد بن أبي حبيب تابعي ثقة.[75]

হাদীসটি যখন তার মতের বিপক্ষে হয়েছে, তখন হাদীসটিকে মুরসালের কারণে যয়ীফও বলেছেন। তিনি বলেন- **علة الحديث الإرسال فقط.**

হাদীসটি যয়ীফ হওয়ার শুধুমাত্র কারণ হল মুরসাল।[৭৬]

হাদীসটি যখন তার মতের পক্ষে তখন মুরসাল হাদীসও সহীহ হয়ে যায়। যেমন-তিনি বলেন-

وهو إن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل.

---

৭২. তিরমিযি শরীফ ১/১৫৭ হা.৭৪১ রোযা অধ্যায়, মুহাররম মাসে রোযা পরিচ্ছেদ।

৭৩. তাহযীবুল কামাল ৬/৭১ রা. ৩৭৮১

৭৪. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২৪ হা.৩৯৬৬ হাদীসের টিকা, নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

৭৫. সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল মাওযুআ ৬/১৬৩ হা. ২৬৫৫

৭৬. সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল মাওযুআ ৬/১৬৪ হা. ২৬৫২

হাদীসটি মুরসাল হলেও সমস্ত উলামায়ে কেরামের নিকট হুজ্জত দলীল মুরসালের বিভিন্ন মাযহাবের ভিন্নতায়।[৭৭]

অতএব নাভির নিচে হাত বাঁধা বিষয়ের হাদীসকে যয়ীফ বলার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن حسان قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِيْنِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ.

হাজ্জাজ ইবনে হাসান বলেন- আমি আবু মিজলায থেকে শুনেছি বা তাকে জিজ্ঞেস করেছি কিভাবে হাত রাখব? তিনি বলেন ডান হাতের তালুর পেট বাম হাতের তালুর পিঠের উপর নাভির নিচে রাখবে।[৭৮]

قال النيموي إسناده صحيح.

আল্লামা নিমাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী. উক্ত হাদীস কে সহীহ বলেছন।[79]

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَاله فِيْ الصَّلَاة تَحْتَ السُّرَّة.

হযরত ইব্রাহিম নাখায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- নামাযে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।[৮০]

قال النيموي إسناده حسن.

আল্লামা নিমাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী. হাদীসটি সনদ হাসান বলেছেন।[৮১]

ইসহাক ইবনে রাহুয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৩৮ হিজরী বলেন-

تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع

নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং উহা বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী।[৮২]

আর নাভির নিচে হাত বাঁধা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। হযরত আলী রা. বলেন- রাসুল সা. এর সুন্নাত হল নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা।[৮৩]

[৭৭]. ইরওয়াউল গলীল ২/৭১ হা. ৩৫৩ নং আলোচনা, নামায অধ্যায়।
[৭৮]. আল মুসান্নফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২৩ হা. ৩৯৬৩ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
[৭৯]. আসারুস সুনান পৃ. ১১২ হা, ৩৩১ নামায অধ্যায়, নাভির নিচে হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।
[৮০]. আল মুসান্নফ ইবনে আবী শায়বা ৩/৩২২ হা. ৩৯৬০ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।
[৮১]. আসারুস সুনান পৃ. ১১২ হা. ৩৩২ নামায অধ্যায়, নাভির নিচে হাত বাঁধা পরিচ্ছেদ।
[৮২]. আল আওসাত লি ইবনে মুনযির ৪/১৮৭ হা. ১২৪৩ নামাযের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, ডান হাতের তালুর পেট বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা।
[৮৩]. আবু দাউদ ১/৩৪৩ হা.৭৫৮ নামায অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

দীর্ঘ আলোচনার সার সংক্ষেপ

নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে।[৮৪] তবে নাসায়ী শরীফে[৮৫] এর অস্পষ্টা দূর করে স্থান নির্ধারিত হয়েছে যে, ডান হাতের তালুর পেট বাম হাতের তালুর পিঠের উপর কব্জি ও হাতের উপর রাখবে।[৮৬]

আর হাত রাখার স্থান তিনটি বর্ণিত হয়েছে। ১. বুকের উপর- যা হাদীস যয়ীফ এমনকি "বুকের উপর" ভুলও হতে পারে। ২. নাভির উপর- যা শায যয়ীফ ও অসংরক্ষিত। ৩. নাভির নিচে- যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বলেন- নামাযে নাভির নিচে হাত রাখা রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত।

ইসহাক ইবনে রাহুয়া বলেন- নাভির নিচে হাত রাখা এর হাদীস শক্তিশালী ও বিনয়ের নিকটবর্তী।

অতএব বুঝা গেল যে, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপরে রেখে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত ও উত্তম।

ফুকাহায়ে কেরাম এর মতামত

ইমাম তিরমিযি রহ. রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৭৯ হিজরী হিজরী বলেন-

الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث

ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসরে অর্থ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।[৮৭]

আর ফুকাহায়ে কেরাম উপরোক্ত তত্ত্ববহুল গবেষণা করে বলেছেন- পুরুষগণ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।

ফখরুল মিল্লাতি ওয়াদ দীন মুহাম্মাদ আওযাজন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৯৫ হিজরী বলেন-

كما فرغ من التكبير يضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة.

---

[৮৪]. বুখারী বুখারী শরীফ ১/১০২ হা.৭৪০ আযান অধ্যায়, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।
মুসলিম শরীফ ১/১৭৩ হা.৪০১ নামায অধ্যায়, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[৮৫]. নাসায়ী শরীফ ১/১১০ হা.৮৮১ নামাযের বৈশিষ্ট অধ্যায়, দু'হাত কান বরাবর উঠানো পরিচ্ছদ।

[৮৬]. আবু দাউদ শরীফ ১/১০৫ হা. ৭২৭ নামায অধ্যায়, নামাযে দু'হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।
সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪৩ হা.৪৭৯ নামায অধ্যায়, আযান ও একামত সমষ্টি, (৮৭) নামাযে কেরাতের পূর্বে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা পরিচ্ছেদ।

[৮৭]. তিরমিযি শরীফ ৩/৩১৫ হা. ৯৯০ নং আলোচনা, জানাযা অধ্যায়, মায়্যেতকে গোসল করানো পরিচ্ছেদ।

তাকবীরে তাহরীমা থেকে ফারেগ হয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।[৮৮]

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন মারগীনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৫৯৩ হিজরী বলেন-

ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة.

ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।[৮৯]

আল্লামা শায়খ ইব্রাহিম হালাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন-

يضع يمينه على شماله بعد التكبير ويضعهما اي الرجل تحت السرة

পুরুষগণ তাকবীরে তাহরীমার পরে ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখবে।[৯০]

অতএব এ কথাও বুঝা গেলো যে, ফুকাহায়ে কেরাম হাদীসের গবেষণা করে তার ভাষ্য অত্যন্ত সহজ সরল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আর মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে।

أما في حق النساء فاتفقوا على أن السنة لهن وضع اليدين على الصدر.

মহিলাদের নামাযের পদ্ধতিতে সকলে একমত যে, তাদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত। কারণ এটা তাদের জন্য পর্দার অধিক অনুকূলে।[৯১]

মাহমুদ ইবনে আহমাদ বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী বলেন-

تضع المرأة يديها على صدرها.

মহিলা দু'হাত বুকের উপর বাঁধবে।[৯২]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১২৫২ হিজরী বলেন-

---

[৮৮]. ফাতাওয়া কাযীখান ১/৮৭ নামায অধ্যায়, নামাযের প্রারম্ভ পরিচ্ছেদ।

[৮৯]. আল হিদায়া ১/১০২ নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

[৯০]. গুনয়াতুল মুসতামলী- পৃ. ২৬২, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

[৯১]. সিআয়া ২/১৫৬ নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

[৯২]. আল বিনায়া ২/১৮৩, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

الكف على الكف تحت ثدييها وكان الأولى على صدرها الوضع على الصدر.

মহিলাগণ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাঁধবে।[৯৩]

শায়খ ইব্রাহিম হালাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন-

والمرأة تضعهما تحت ثدييها بالاتفاق لأنه أستر لها.

সকলে একমত যে, মহিলাগণ হাত বুকের উপর বাঁধবে। কেনন উহা সর্বাধিক আবরণীয়।[৯৪]

আশা করি এই পুস্তাকাটি দ্বারা আহলে হাদীস বন্ধুগণের সন্দেহ ও বিভ্রান্তি নিরসনে ভুমিকা রাখবে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

অকিল উদ্দিন যশোরী
৮ জমাদিউল ঊলা ১৪৩৪ হিজরী
২১ মার্চ ২০১৩ ঈসায়ী
দুপুর: ২:৪৪:২৭

৯৩ . রদ্দুল মুহতার ২/১৮৮, নামায অধ্যায়, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

৯৪ . গুনয়াতুল মুসতামলী পৃ. ২৬২, নামাযের বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছেদ।

www.almodina.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

নং	কিতাবের নাম	লেখকের নাম	মৃত্যু সন
১	বুখারী শরীফ	মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী	২৫৬ হি.
২	মুসলিম শরীফ	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ	২৬১ হি.
৩	নাসায়ী শরীফ	আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলি	৩০৩ হি.
৪	আবু দাউদ শরীফ	আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ	২৭৫ হি.
৫	তিরমিযি শরীফ	মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সুরা আত	২৭৯ হি.
৬	ইবনে মাজাহ	মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ	২৭৩ হি.
৭	সহীহ ইবনে খুযায়মাহ	আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক	৩১১ হি.
৮	সুনানে দারাকুতনী	আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমাদ	৩৮৫ হি.
৯	মুসনাদ আহমাদ	আহমাদ ইবনে হাম্বল	২৪১ হি.
১০	আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী	আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী বায়হাকী	৪৫৮ হি.
১১	আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা	আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শায়বা	২৩৫ হি.
১২	ফাতহুল বারী	আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী	৮৫২ হি.
১৩	আসারুস সুনান	মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী	১৩২২ হি.
১৪	আত তা'লীকুল হাসান	মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনে আলী নিমাবী	১৩২২ হি.
১৫	এ'লামুল মুআক্কিঈন	মুহাম্মাদ আবু বকর ইবনে কায়্যিম যাওঝিয়া	৭৫১ হি.
১৬	আল আওসাত লি ইবনে মুনযির	মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুনযির	৩১৮ হি.
১৭	নায়লুল আওতার	মুহাম্মাদ ইবনে আলী শাওকানী	১২৫৫ হি.
১৮	এরওয়াউল গলীল	মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আলবানী	১৪২০ হি.

১৯	সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা ওয়াল মাওযুআ	মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আলবানী	১৪২০ হি.
২০	মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ	উসমান ইবনে আব্দুর রাহমান আশ শাহরাযুরী	৬৪৩ হি.
২১	মিযানুল ই'তিদাল	সামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ যাহাবী	৭৪৮ হি.
২২	তাকরীবুত তাহযীব	আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী	৮৫২ হি.
২৩	আল কাশেফ	সামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ যাহাবী	৭৪৮ হি.
২৪	তাহযীবুল কামাল	ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান মিঝ্‌ঝি	৭৪২ হি.
২৫	একমালু তাহযীবিল কামাল	আল্লামা আলাউদ্দীন মুগলতায়ী	৪৬৩ হি.
২৬	ফাতাওয়া কাযীখান	ফখরুল মিল্লাতি ওয়াদ্দীন মুহাম্মাদ আওযাজন্দী	২৯৫ হি.
২৭	আল হিদায়া	আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী	৫৯৩ হি.
২৮	আল বিনায়া	বদরুদ্দীন আইনী মাহমুদ ইবনে আহমাদ হানাফী	৮৫৫ হি.
২৯	সিআয়া	আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী	১৩০৪ হি.
৩০	রদ্দুল মুহতার	আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী	১২৫২ হি.
৩১	গুনয়াতুল মুস্তামলী	আল্লামা ইব্রাহিম হালবী	

সমাপ্ত

লেখকের গ্রন্থাবলী

* সহীহ্ হাদীসের আলোকে
নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত

* পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে
ইমামের পিছনে কেরাত পড়া নিষিদ্ধ

* পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে
নামাযে আস্তে আমীন বলা উত্তম

* সহীহ্ হাদীসের আলোকে
রাফউল ইয়াদাইন না করার বিধান

* সহীহ্ হাদীস ও ইসলামী ফিকহের আলোকে
নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান

* সহীহ্ হাদীসের আলোকে
বিতর নামায ও রাকাত সংখ্যা

* সহীহ্ হাদীসের আলোকে
ছয় তাকবীরে ঈদের নামায

* সহীহ্ হাদীসের আলোকে
কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

* সহীহ্ হাদীসের আলোকে
তাবিজ ব্যবহার ও তার হুকুম

* পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলেকে
পবিত্রতাবিহীন কুরআন স্পর্শ করা হারাম

* সহীহ্ হাদীসের আলোকে
সালাতুর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

* হানাফী ও আহলে হাদীস সমাচার